প্রথম আলো

তারিখ 18 SEP 2013
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

সেশনজটের কবলে বুয়েট শিক্ষার্থীরা

আহমেদ জায়িফ ●

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের স্নাতক সম্মান শেষ হওয়ার কথা ছিল গত বছরের ডিসেম্বরে। অথচ নয় মাস পর ৯ সেপ্টেম্বর থেকে তাঁদের চতুর্থ বর্ষ প্রথম সেমিস্টারের সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয়েছে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে তিনবার পরিবর্তন করে এই তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। স্নাতক শেষ করতে কমপক্ষে আগামী বছরের জুন মাস পর্যন্ত লেগে যাবে। অর্থাৎ প্রায় দেড় বছরের সেশনজটে পড়েছেন এই বর্ষের শিক্ষার্থীরা।

শুধু এই শিক্ষাবর্ষের নয়, বুয়েটের প্রতিটি ব্যাচের শিক্ষার্থীরাই সেশনজটে রয়েছেন। নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা হলে স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে প্রথম থেকে চতুর্থ বর্ষ মিলিয়ে চারটি ব্যাচ থাকলেও এখন পাঁচটি ব্যাচের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করছেন। আসছে ২ নভেম্বর ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক সম্মান প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থী ভর্তির পর ব্যাচের সংখ্যা দাঁড়াবে ছয়টি।

বুয়েটের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা বর্তমানে তৃতীয় বর্ষ প্রথম সেমিস্টার, ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারে, ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় সেমিস্টারে এবং ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা প্রথম সেমিস্টার সমাপনী পরীক্ষা দিচ্ছেন। অথচ তাঁদের অনেক এগিয়ে থাকার কথা ছিল।

ছাত্র-শিক্ষকদের অভিন্ন বক্তব্য, সেশনজটের বড় কারণ শিক্ষকদের উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যবিরোধী আন্দোলন এবং পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন।

> সেশনজটের বড় কারণ শিক্ষকদের উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যবিরোধী আন্দোলন এবং পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন

পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে পরীক্ষা দেওয়া, না দেওয়ার বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে।

বুয়েটের রেজিস্ট্রার এ কে এম মাসুদ বলেন, প্রতিটি সেমিস্টার ছয় মাসের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু বর্তমানে যে সেমিস্টারের পরীক্ষা চলছে, সেটি শেষ হতে আট-দশ মাস সময় লেগেছে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলনের কারণে এই সময়ক্ষেপণ হয়েছে। শিক্ষকদের আন্দোলনের বিষয়ে তিনি বলেন, শিক্ষকেরা অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে সেই ক্ষতি পূরণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

২০১০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল দেখার জন্য শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে ক্যাম্পাস বন্ধ হয়ে যায়। ২০১১ সালে ছাত্রলীগ কর্মীদের বিরুদ্ধে সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলন, ২০১২ সালে উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে শিক্ষকেরা টানা দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে আন্দোলন করেন।